জলবায়ু পরিবর্তন জনিত লবণাক্ততার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে উপকূলীয় অঞ্চলের কমিউনিটিসমূহের, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো

১ নভেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

সূচিপত্র		২
১	ভূমিকা	৩
১.১	পটভূমি	৩
১.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪
১.২.১	কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ	৪
২	প্রকল্প এলাকাতে আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনেগাষ্ঠীর উপস্থিতি	৭
২.১.১	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো প্রণয়ণের ধারণার মূল ভিত্তি	৮
৩	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	৮
৩.১.১	পরিচালন	৮
৩.১.২	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯
৪	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো	৯
৪.১	আইন, নীতিমালা ও প্রবিধান	৯
৪.২	আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট বহুপাক্ষিক চুক্তি ও প্রোটোকলসমূহ	১০
৫	বাস্তবায়ন ও পরিচালনা	১০
৫.১	সাধারণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও দায়িত্বাবলী	১০
৫.১.১	প্রকল্প বোর্ড ও উপ-কমিটিসমূহ	১১
৫.১.২	জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট	১১
৫.১.৩	প্রকল্প এ্যাসিউরেন্স প্রকল্পের অঙ্গিকার	১১
৫.২	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোর পরিচালনা	১১
৫.২.১	প্রকল্প ডেলিভারি	১২
৫.২.২	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোর পরিচালনা	১২
৬	যোগাযোগ	১২
৬.১	জনসাধারণের পরামর্শ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ্য ঘোষণা	১৩
৬.২	অভিযোগ রেজিস্টার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল	১৪
৬.৩	অভিযোগ রেজিস্টার	১৪
৬.৪	অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল	১৭
৭	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৭
৮	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের বাজেট	১৮
সংযুক্তি ১: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনার রূপরেখা		২০
সংযুক্তি ২		২০
চিত্র ১: মানচিত্র		৪
চিত্র ২: প্রকল্প পরিচালনা কাঠামো		১০

১. ভূমিকা

১. সবুজ জলবায়ু তহবিলের (GCF) নিকট বাংলাদেশ সরকারের "জলবায়ু পরিবর্তন জনিত লবণাক্ততার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে উপকূলীয় অঞ্চলের কমিউনিটিসমূহের, বিশেষ করে নারীদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি" নামক প্রকল্প প্রস্তাবনার সহায়ক দলিল হিসেবে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোটি (IPPF) প্রস্তুত করা হয়েছে। জানা মতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার মধ্যে বসবাস করে, কাজেই এই প্রকল্পের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশ সরকারের আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান করতে, এবং এই প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আদিবাসী বা সংখ্যালঘু নয় এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকল্পের সুবিধা সমানভাবে বণ্টন নিশ্চিত করতে এই আইপিপিএফ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক. প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের অগাম স্ক্রিনিং করা যাতে আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু পরিবারসমূহের উপরে সেগুলির প্রভাব নিরূপণ করা সম্ভব হয়;
খ.প্রকল্প কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াতে প্রকল্প এলাকাতে বসবাসরত আদিবাসী/জাতিগত সংঘ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা নিশ্চিত করা;
গ. প্রকল্পের যেকোনো সম্ভাব্য অনিচ্ছাকৃত বিরূপ প্রভাব প্রশমন করতে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো প্রণয়ন;
ঘ. এই প্রকল্প থেকে যেন আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সংস্কৃতিগতভাবে যথাযথ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করা;
ঙ.এই প্রকল্পের জন্য আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোর স্ক্রিনিং, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করা; এবং
চ. পরিকল্পনাটির পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রদান করা।

১.১ পটভূমি

৩. সবুজ জলবায়ু তহবিলের নিকট পেশ করার জন্য ইউএনডিপি'র সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার জলবায়ুর প্রভাবের সাথে অভিযোজন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তুত করছে যাতে মূল বিষয় হবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা বৃদ্ধির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীসমূহ, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রধান ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (SLR), উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা বৃদ্ধি, ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি। জলবায়ুর এই তিন ধরনের পরিবর্তনের প্রতিটিই ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠর উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে নোনা পানি অনুপ্রবেশের হার বেড়ে গিয়েছে। আবার, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবনের হার বেড়ে গিয়েছে যা বৃষ্টিপাতের অনুপস্থিতিতে মাটিতে আটকে থাকা পানির উৎসে লবণের ঘনত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়। শুষ্ক ও আর্দ্র মৌসুমের ব্যাপ্তিও চরম লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে কারণ শুষ্ক মৌসুমের শেষের দিকে যখন তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে এবং বাষ্পীভবনও অপেক্ষাকৃত বেশি হয় ও মিঠা পানির পরিমাণ কমে যায় তখন লবণাক্ততা বেড়ে যায়। জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত নয় এমন অন্যান্য সমস্যা যেমন নদীতে মিঠা পানি প্রবাহ হ্রাস পাবার ফলে লবণাক্ততা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এই প্রক্রিয়াতে উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠাপানির উৎসে ও মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং পানীয় জলের প্রাপ্যতা ও কৃষি ভিত্তিক জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবেচেয়ে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপরে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিসমূহ জেন্ডার নিরপেক্ষ নয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহের অনেকগুলি নারী ও আদিবাসীদের মতো আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের উপরে তীব্রতর হয়। আদিবাসীদের জীবিকায়নের সাথে সম্পর্কিত বেশ কিছু বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ক্ষমতার অসম সমীকরণ ও তার সাথে সম্পর্কিত তথ্যগত অপ্রতিসমতা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা আরো বৃদ্ধি পায়।[১]

৬. তুলনামুলকভাবে, নারীদের উৎপাদনশীল সম্পদ লাভের সুযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকে, এবং তাদের স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার ও অন্যান্য বিষয়ে নিরাপত্তার উপরে এর প্রভাব পড়ে। প্রকল্প এলাকাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলিও একই ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের এসকল প্রভাব ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের প্রান্তিকীকরণের (আদিবাসী নারীদের আন্তঃগোষ্ঠী প্রান্তিকীকরণসহ) আলোকে এই প্রকল্প বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় দুটি জেলা সাতক্ষীরা ও খুলনার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই দুটি জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির মতো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে। এতে বহনযোগ্য পানির প্রাপ্যতা ও উপকূলীয় জীবন-জীবিকা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৮. এই প্রকল্প দুটি উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা ও খুলনাতে নারী ও কিশোরীদেরকে কৃষি ও মৎস্য চাষভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জীবিকা নির্বাচনের জন্য প্রশিক্ষণ, সম্পদ সহায়তা এবং ঐসকল জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বাজার সংযুক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত সহায়তা প্রদান করতে চায়।

[১] Alam et al., 2008; Ahmed et al., 2007

৯. এছাড়াও, এই প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক, কমিউনিটি ও পারিবারিক পর্যায়ে বৃষ্টির পানি ধারণ (RWH) ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে স্কাই হাইড্রেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এই দুটি জেলায় অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় আসেনি এমন সবচেয়ে বেশি লবণাক্ততা আক্রান্ত নির্বাচিত কিছু ওয়ার্ডে বহনযোগ্য পানি সহায়তা প্রদান করা হবে।

১০. সবশেষে, এই প্রকল্প প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি অবহিত জীবিকা ও পানীয় জলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করবে। লক্ষ্যভুক্ত দুটি জেলাতে নারীর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বিকল্প উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর সম্পদের অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও কমিউনিটির অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নারীদের নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদানে এই প্রকল্প জেন্ডার রূপান্তরমূলক ফল বয়ে আনবে।

১১. নির্বাচিত দুটি জেলাতে প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত এলাকার মানচিত্র নিচে প্রদান করা হলো (চিত্র ১):

চিত্র ১: প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

১.২.১ কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

আউটপুট ১ঃ উপকূলীয় কৃষি ভিত্তিক কমিউনিটির অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদেরকে কেন্দ্র করে জলবায়ু সহনশীল জীবিকা

১.১ ব্যবসায় উদ্যোগ এবং নারীদের জন্য জলবায়ু সহনশীল জীবিকার কমিউনিটি ভিত্তিক বাস্তবায়ন

১.১.১ জলবায়ু সহনশীল জীবিকার বিকল্পসমূহের পোর্টফোলিওর জন্য অংশগ্রহণমূলক মানচিত্রায়ন;

১.১.২ কমিউনিটির জীবিকা সম্পর্কিত ঝুঁকি ও অভিযোজন এবং উপকারভোগী মূল্যায়ন ও নির্বাচনের ভিত্তিতে জীবিকা প্রেফাইল প্রস্তুতকরণ (এ্যাকশনএইড প্রদত্ত সহনশীলতা সূচক ব্যবহার করে);

১.১.৩ জীবিকা প্রোফাইলের উপরে ভিত্তি করে ১০১৭ টি নারী জীবিকা গ্রুপ (WLGs) গঠন ও পুনরায় চালু করা (আউটপুট ২ এর অধীনে পানি ব্যবহারকারী গ্রুপগুলির (WUGs) সাথে সমন্বয়);

১.১.৪ নারী জীবিকা গ্রুপগুলির জন্য জলবায়ু সহনশীল জীবিকার ইনপুট, সম্পদ ও টুলস ক্রয় (১৭৬ টি কাঁকড়া খামার; ৪ টি কাঁকড়া নার্সারী; ১৮টি কাঁকড়ার খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ; ৬১ টি এ্যাকোয়া জিওপোনিকস; ১৮৯ টি বসতবাড়ী বাগান; ৪১০ টি হাইড্রপোনিকস; ১১৪ টি তিল চাষ; ৪৫ টি বৃক্ষ নার্সারী);

১.১.৫ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভিত্তিক ধারণা গ্রহণ এবং নারী জীবিকা গ্রুপগুলির জন্য (৩৯ টি ইউনিয়নে WSCs/LGIs/MoWCA নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে সম্পৃক্ত করে) জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট চর্চা ও রীতিনীতি, টেকসই ব্যবস্থাপনা র্চচা, এবং সহনশীল জীবিকা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধি (মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের জন্য বিএফআরআই এর সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে);

১.১.৬ বাণিজ্য দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে নারী জীবিকা গ্রুপসমূহের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারণা গ্রহণ যার ফলে সহনশীল জীবিকার জন্য বাজারজাতকরণ ও অর্থায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে;

১.২ শক্তিশালী জলবায়ু সহনশীল ভ্যালু চেইন ও বিকল্প সহনশীল জীবিকার জন্য বাজার

১.২.১ নারী জীবিকা গ্রুপসমূহের মাঝে অংশগ্রহণমূলক, জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভ্যালু চেইন এ্যাক্টরদের সাথে সংযুক্তি;

১.২.২ সহনশীল জীবিকার জন্য জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত মূল্য সংযোজন বিনিয়োগ (বিদ্যমান ২টি কাঁকড়ার হ্যাচারি উন্নতকরণ);

১.২.৩ মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি ও সুবিধাদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য জলবায়ু ঝুঁকিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ভিত্তিক কারিগরী প্রশিক্ষণ (হ্যাচারি);

১.২.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিসমূহ পরিবর্তনের সাথে সাথে ছোট পরিসরে মৎস্যচাষে টেকসই উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন;

১.২.৫ সহনশীল জীবিকার অনুকরণ ও উন্নয়ন সক্ষম করতে উপজেলা পর্যায়ে পিপিআই প্রতিষ্ঠা ও সহায়তা প্রদান (ইউনিয়ন পর্যায়ে পিপিআই গঠন করতে ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে);

১.২.৬ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মীদেরকে সহনশীল জীবিকা উন্নয়নে পিপিআইকে সহায়তা প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, এলজিআই);

১.২.৭ টেকসই সহনশীল জীবিকার জন্য অর্থায়ন সংযোগের সুবিধা গ্রহণে সহায়তা করতে নারী জীবিকা গ্রুপ, ভ্যালু চেইন এ্যাক্টর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যা সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা ও নেটওয়ার্কিং সম্পর্কিত অনুষ্ঠান।

১.৩ সহনশীল জীবিকার জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত ও অভিযোজিত ব্যবস্থাপনার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং শেষ সীমা পর্যন্ত ইডব্লিউসমূহ পৌছে দেয়া

১.৩.১ নারীদের গ্রুপ, ভ্যালু চেইন এ্যাক্টর এবং ডব্লিউএসসি/এলজিআই স্টাফদের জন্য ১০১ টি কর্মশালার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকিহ্রাস কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ;

১.৩.২ নারী ও কিশোরী স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ গঠন করা (প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে) এবং আগাম সতর্কীরকরণ সম্পর্কিত প্রচার ও সেবা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান (সিপিপি'র সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে);

১.৩.৩ অন্যান্য ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী কৌশল অুনকরণ করতে সামর্থ্য প্রদানের লক্ষ্যে ডিএমসি কর্মী, ইউনিয়র পর্যায়ের সিপিপি স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ, বিআরসিএস, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা বিনিময় ও অধিপরামর্শ ;

১.৩.৪ সহনশীল জীবিকা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত অডিট প্রোটোকল ও টুলকীট গড়ে তোলা;

১.৩.৫ ক্রমপরিবর্তনশীল জলবায়ু ঝুঁকিসমূহের আলোকে জীবিকায়নের ফল পরিবীক্ষণ বিষয়ে নারী জীবিকা গ্রুপ ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদেরকে (এলজিআই/ডিডব্লিউএ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

আউটপুট ২ঃ বছরব্যাপী, নিরাপদ ও জলবায়ু সহনশীল পানীয় জল প্রাপ্তির জেন্ডার রেসপনসিভ সুযোগ

২.১ অংশগ্রহণমূলক, সুনির্দিষ্ট স্থান ভিত্তিক মানচিত্রায়ন, উপকারভোগী নির্বাচন, এবং জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা

২.১.১ উপকারভোগী নির্বাচনের শর্তাবলীর আলোকে উপকারভোগী পরিবার চূড়ান্ত করতে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে, এবং জলবায়ু পরিবর্তণের ঝুঁকির আলোকে প্রস্তাবিত পানীয় জলের সুবিধা ব্যবস্থা বণ্টনের জন্য আলাপ-আলোচনা;

২.১.২ পানীয় জলের ব্যবস্থার অংশগ্রহণমূলক মানচিত্রায়ন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ও স্থান নির্বাচন (নকশা প্রণয়নের সময় পরিচালিত স্থান ভিত্তিক এ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে);

২.১.৩ ডব্লিউইউজি এবং ডব্লিউএমসি সমূহ গঠন/সক্রিয়করণ/সহায়তা প্রদান (আউটপুট-১ এ ডব্লিউএলজিসমূহের সাথে একত্রিত করে জোরদার করা);

২.১.৪ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে নকশা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করতে পানির গুণগত মান পরীক্ষাসহ বিস্তারিত এ্যাসেসমেন্ট।

২.২ জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের সামাধান বাস্তবায়ন (পরিবার, কমিউনিটি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে)

২.২.১ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিটি স্থানের ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন;

২.২.২ পরিবার পর্যায়ে ১৩,৩২৩টি বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করা এবং মজুদ ট্যাংক, রুফ ক্যাচমেন্ট ও পানি প্রবাহ উপকরণ সহ পানি ধারণ ব্যবস্থা নির্মাণ;

২.২.৩ কমিউনিটি পর্যায়ে ২২৮ টি বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করা এবং মজুদ ট্যাংক, রুফ ক্যাচমেন্ট ও পানি প্রবাহ উপকরণ সহ পানি ধারণ ব্যবস্থা নির্মাণ;

২.২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ১৯ টি বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করা এবং মজুদ ট্যাংক, রুফ ক্যাচমেন্ট ও পানি প্রবাহ উপকরণসহ পানি ধারণ ব্যবস্থা নির্মাণ;

২.২.৫ পুকুরের ধারে বাঁধ নির্মানের জন্য স্থান প্রস্তুত করা ও বাঁধ নির্মাণ এবং ৪২ টি পুকুরে ফিলট্রেশন সিস্টেম স্থাপন;

২.২.৬ স্থাপনের পর ও কমিশনিং এর পূর্বে মিঠা পানির উৎসসমূহের পানির গুণগত মান পরীক্ষা/যাচাই।

২.৩ সহনশীল পানীয় জলের ব্যবস্থার কমিউনিটি ভিত্তিক, জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)

২.৩.১ পরিবর্তিত জলবায়ুর পরিস্থিতিতে বার্ষিক অভিযোজনক্ষম পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য ডব্লিউইউজি ও ডব্লিউএমসি মিটিং আয়োজননে সহায়তা প্রদান;

২.৩.২ পানি সমস্যা সমাধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিবার, পানি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী ও ডব্লিউএসসি সমূহের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (কর্মশালার মাধ্যমে) ।

২.৩.৩ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার চাহিদা চিহ্নতকরণ ও অর্থায়নের উৎস ও কারিগরী সহায়তা সহ তিন স্তর বিশিষ্ট ফি-ভিত্তিক পরিচালনা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গড়ে তোলা;

২.৩.৪ জলবায়ু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার বিষয়ে (পানির গুণগত মান পবিবীক্ষণ, সিস্টেম এর অবস্থা নির্ণয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ সহ) পরিবার, পানি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী, ডব্লিউএসসি, টেকনিশিয়ান/কেয়ারটেকার, এলজিআই/ডিপিএইচই স্টাফদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ভিত্তিক কারিগরী প্রশিক্ষণ;

২.৩.৫ পানির সহলভ্যতা, মান পরিবীক্ষণ এবং পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক ও তিন স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থার বাস্তবায়ন (পানির মান পরিবীক্ষণ টুল কিট প্রদান ও কেয়ারটেকারের জন্য ব্যয় এবং পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ সহায়তা সহ)।

আউটপুট ৩: জীবিকা ও পানীয় জলের নিরাপত্তার জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ

৩.১ উপকূলীয় অঞ্চলে জেন্ডার রেসপনসিভ জলবায়ু সহনশীল জীবিকার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩.১.১ জলবায়ু ঝুঁকি এবং উপকূলীয় জীবিকা পরিস্থিতি বিষয়ে উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারণা);

৩.১.২ জেন্ডার রেসপনসিভ জলবায়ু সহনশীল জীবিকার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য টুলকিট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রণয়ন (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এ্যাপ্রোচ);

৩.১.৩ 'জেন্ডার সংবেদনশীল জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন' প্রশিক্ষণ মডিউল ও প্রধান মন্ত্রণালয়সমূহের মাঝে জেন্ডার ফোকাল পারসনদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রণয়ন;

৩.১.৪ নীতিমালাতে (পিইসি, ইসিএনইসি, এনডিএ উপদেষ্টা কমিটির মতো পলিসি ফোরামে) জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের সমন্বয় করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ডিডব্লিউএ'র কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান

৩.২ দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে জলবায়ু ঝুঁকি অবহিত ব্যবস্থাপনায় জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি

৩.২.১ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু ঝুঁকি ও পানীয় জলের চাহিদার সিনারিও মডেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রণয়ন (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ);

৩.২.২ পানি সরবরাহের উৎস ও বিদ্যমান/পরিকল্পিত পানি সরবরাহ অবকাঠামোর মানচিত্রায়নের জন্য আঞ্চলিক তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা;

৩.২.৩ উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল সরবরাহ ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও নকশা প্রণয়নের জন্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে জনস্বাসস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি (প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে);

৩.৩ উপকূলীয় কমিউনিটিসমূহের দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, শিখন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রতিষ্ঠা

৩.৩.১ জলবায়ু ঝুঁকি ও বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, জলবায়ু সহনশীল জীবিকা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, এবং উত্তম চর্চা ও শিক্ষালাভের মতো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, উত্তম চর্চা, টুলস ও ধারণার নিয়মনীতি গড়ে তোলা;

৩.৩.২ সরকার ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ ও তথ্য মডিউলে জ্ঞান ও টুলস এর সমন্বয়করণ;

৩.৩.৩ জলবায়ু ও জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান, টুলস ও অভিযোজনের অভ্যাস সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ওয়েব পোর্টাল প্রতিষ্ঠা;

৩.৩.৪ স্কুল ও কমিউনিটি ভিত্তিক আচরণগত পরিবর্তন সংক্রান্ত যোগাযোগের মাধ্যমে কিশোর ও কিশোরীদের জন্য 'অভিযোজন শিক্ষা'র পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩.৩.৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) বেইজলাইন জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নির্নয় (এ্যাকশন এইড প্রদত্ত সহনশীলতা সূচক অর্ন্তভুক্ত করতে হবে); এবং (২) প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ করতে প্রভাব মূল্যায়ন;

৩.৩.৬ জলবায়ু সহনশীল জীবিকা ও পানীয় জলের ব্যবস্থার অনুকরণ ও পরিমাপের জন্য রেপ্লিকেশন রোডম্যাপ প্রণয়ন, দাতা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং বহুপাক্ষিক গোষ্ঠীসমূহের সাথে সমন্বয়।

২. প্রকল্প এলাকাতে আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থান

১৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলিম (৯১%)। তবে বাংলাদেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীও বসবাস করে। ৪৫ টির ও বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী (প্রায় ২.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা) নিয়ে বাংলাদেশ সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এসকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দিয়ে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে।

১৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল (২০১০) এর অধীনে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহকে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" বা "ক্ষুদ্র জাতিসত্তা" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সরকার সাধারণত বাংলায় 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে এবং বরং দেশের ভিতরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার পরিবর্তে অতি সম্প্রতি এই বিলের সাথে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বা 'জাতিগত সংখ্যালঘু' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫. বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ইংরেজিতে "Indigenous People" এবং বাংলায় "আদিবাসী" হিসেবে পরিচিত হতে চায়। বাংলাদেশে অবস্থিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারি পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ ও প্রশ্নবিদ্ধ এবং ২০১১ সালের সাম্প্রতিক আদমশুমারি থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাতে জাতিগতভাবে পৃথক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপিত হয়নি। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স পয়েন্ট হলো ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এর পূর্ববর্তী আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত যাতে বাংলাদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অনুপাতে অনুমান করা যায়। বর্তমান আদিবাসী জনসংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন। বিশ্ব ব্যাংকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে জাতিগত সংখ্যালঘু/আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের অধিপরামর্শ ও নেটওয়ার্কি সংগঠন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ৩ মিলিয়ন। সার্বিকভাবে বলা যায় যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১-২% এর বেশি নয়।

১৬. বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বসবাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে (CHT)। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসতি আছে এমন অন্যান্য এলাকার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর সিলেট, পটুয়াখালী ও বরগুনা। বাংলাদেশে চাকমা, গারো, মনিপুরী, মারমা, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, খাসি, কুকি, ত্রিপুরা, ম্রো, হাজং ও রাখাইন আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলে (খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগ পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা ও সাতক্ষীরাসহ) বসবাসরত প্রধান আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে রাখাইন, ত্রিপুরা, মুণ্ডা, বুনো, এবং ভগবানিয়া।

১৭. এ প্রকল্পে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের দুটি জেলাকে লক্ষ্যভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জেলা দুটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাসতুলনামূলকভাবে কম। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে আদিবাসীর সংখ্যা এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ১% এরও কম। এই দুটি জেলাতে সম্মিলিতভাবে মোট ৫৭৯টি আদিবাসী পরিবার আছে। এই অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ভাগবেন, ভূমিজাজ, ধাঙ্গর, গারো, কোল, কর্তাভূজা, মাহাতো, মুণ্ডা, রাখাইন ও সাঁওতাল।

১৮. আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহ কখনো কখনো চরম দরিদ্র হয়ে থাকে, এবং তারা বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়। সারণি ১ এ সংশ্লিষ্ট যেসকল উপজেলাতে আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বসবাস সেগুলিতে মোট পরিবারের সংখ্যা, আদিবাসী/সংখ্যালঘু পরিবারের সংখ্যা দেখানো হয়েছে এবং পরিবারের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। এই প্রকল্পে পরিচালিত সমীক্ষাতে লক্ষ্যভুক্ত ওয়ার্ডগুলিতে শুধু মুণ্ডা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জেলা	প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত উপজেলা (মোট ইউনিয়নের সংখ্যা)	প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ইউনিয়নগুলিতে মোট পরিবারের সংখ্যা	আদিবাসী/সংখ্যালঘু পরিবারের সংখ্যা	মোট পরিবারের অনুপাতে আদিবাসী/সংখ্যালঘু পরিবারের শতকরা হার
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	৪৯,৪২৮	২৭২	০.৫৫৩
	আশাশুনি	৫৫,৭৩১	৩	০.০০৫
খুলনা	কয়রা	৪৫,৭৫০	৩০৪	০.৬৬৪
	দাকোপ	৩২,৮৫১	০	০
	পাইকগাছা	২৬,১০৮	০	০

সারণি ১: আদিবাসী জনগোষ্ঠী

২.১.১ যেসকল অনুমানের ভিত্তিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো প্রণীত হয়েছে

১৯. এই কর্মকাঠামোটি প্রণয়নের সময় নিচে উল্লেখিত ধারণাগুলি অনুমিত হয়েছে:

- প্রকল্প প্রণয়নের সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে মুক্তভাবে এবং পূর্ব হতে অবহিত সম্মতির (FPIC) ভিত্তিতে সকল প্রকার আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং এই প্রক্রিয়া মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে চলমান থাকবে;
- আলোচনার সময় কোনো আবিদবাসী গোষ্ঠী এই প্রকল্প বিষয়ে কোনো আপত্তি জানায়নি;
- প্রকল্পের কোনো কর্মকাণ্ড কোনো মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটাবে না;
- কোনো কর্মকাণ্ড সুরক্ষিত এলাকা বা সংবেদনশীল স্থানে পরিচালিত হবে না;

- যদিও কোনো কোনো কার্যক্রম আদিবাসীদের মালিকানাধীন বা আদিবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত ভূমিতে গৃহীত হবে পারে, এবং এক্ষেত্রে উপকারভোগীদের পূর্ণ সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে না;
- সকল নথিপত্র সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের ব্যবহৃত স্থানীয় ভাষায় লিখিত হবে, অথবা প্রকল্প এলাকায় সংশ্লিষ্ট সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিকট পৌছানোর জন্য উপযুক্তভাবে (মৌখিকভাবে যথাযথ ভাষায়) এবং বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করা হবে।

৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কর্মকাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০. বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য কোনো কর্মকাণ্ড গ্রহণের পূর্বেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো (IPPF) মূল্যায়ন করবে। আইপিপিএফ প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে এবং ঐসকল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসমূহ প্রশমন কৌশলের রূপরেখা প্রণয়ন করে। এছাড়াও, প্রকল্পের প্রভাব দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মনে করে যে তার মতামত সঠিকভাবে নেয়া হয়নি সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির জন্য আইপিপিএফ এ অভিযোগ নিস্পত্তি কৌশল প্রদান করা হয়েছে।

২১. মাহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইপিপিএফ এর তদারকির দায়িত্বে থাকবে। ইউএনডিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং আইপিপিএফ যেন পর্যাপ্ত হয় এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করবে। পিএমইউ নিশ্চিত করবে যেন সকল কন্ট্রাক্টর/এনজিও প্রয়োজন অনুসারে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩.৩.১ পরিচালন

২২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্মকাণ্ড চলাকালীন সময়ে এই নথি পর্যালোচনা ও হালনাগাদের দায়িত্বে থাকবে। যে ব্যক্তির নিকট এই নথি প্রেরণ করা হবে এটি হালনাগাদ করার দায়িত্ব অর্পিত হবে তার উপরে।

২৩. সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং প্রকল্প স্থানে আইপিপিএফ পরিদর্শনের দায়িত্বে থাকবে সুরক্ষা সেইফগার্ড অফিসার ও ফিল্ড অফিসার। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাসিক নিরীক্ষার মাধ্যমে এই পরিদর্শন ক্রস চেক করবে।

২৪. কন্ট্রাক্টরগণ/এনজিওসমূহ সকল প্রশাসনিক, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো ও আইপিপিএফ বিষয়ক রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করবে যার মধ্যে অভিযোগসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং একইসাথে এসকল অভিযোগের কারণসমূহ হ্রাস করতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা' রেকর্ডভুক্ত থাকবে।

২৫. কন্ট্রাক্টরগণ/এনজিওসমূহ দৈনিক আইপিপিএফ অনুসরণের জন্য দায়ী থাকবে।

২৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ এবং কন্ট্রাক্টর/এনজিওসমূহের (ডিডব্লিউএ এবং ডিপিএইচই) মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইপিপিএফ অনুসরণের জন্য দায়ী থাকবে। আইপিপিএফ প্রতিটি দরপত্র ডকুমেন্টের অংশ হবে।

২৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপক কন্ট্রাক্টর/এনজিওসমূহের তদারকি করবে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবেশগত, সামাজিক, জেন্ডার ও আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়াবলী তদারকির দায়িত্বে থাকবে।

৪. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো

৪.১ আইন, নীতিমালা ও প্রবিধান

২৮. বাংলাদেশে আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতির জন্য সীমিত সংখ্যক আইন রয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আদিবাসীর বাসস্থল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অনেকগুলি আইন ও প্রবিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করে এমন আরো অনেক বেশি আইন রয়েছে। এসকল আইনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কিত রীতিনীতির স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধান ১৯০০। অন্যান্য আইনের মধ্যে রয়েছে হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৮৯ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কাউন্সিল আইন ১৯৯৮, যা ১৯৯৭ সালে "শান্তি" চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পাস করা হয়েছিল। এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সশস্ত্র সংঘর্ষ নিরসন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বশাসন ব্যবস্থার স্বীকৃতি ও শক্তিশালী করার একটি কর্মকাঠামো প্রদান করে।

২৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে এসকল আইনের বাইরে বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের বিষয়ে সাধারণ রেফারেন্স ব্যতিত দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকাতে আদিবাসীদের জন্য আর তেমন কোনো আইনী ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

৩০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ধারায় বলা হয়েছে যে সকল নাগারিক আইনের চোখে সমান এবং সকলের একইরকম আইনী সুরক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও, জাতীয় সংবিধানে জাতি, ধর্ম এবং জন্মস্থানের বিচারে বৈষম্য দূর করা হয়েছে (ধারা ২৮) এবং নাগারিকদের "অনগ্রসর অংশের" অনুকূলে ইতিবাচক পদক্ষেপের ("ইতিবাচক বৈষম্য") সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে (ধারা ২৮ ও ২৯)। এই বিধানের ফলে আদিবাসীদের জন্য সরকারি খাতে চাকুরি ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি ভর্তির ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকে।

৩১. সংবিধানের ২৩ ক ধারায় বলা হয়েছে "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" এছাড়াও, ২৮ (৪) ধারায় বলা হয়েছে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেনা।"

৩২. প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থানরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দেখভাল করে থাকে। এই বিশেষ বিভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের উন্নয়নের জন্য তহবিল প্রদান করে।

৪.২ আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট বহুপাক্ষিক চুক্তি ও প্রটোকল

৩৩. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সনদ ১০৭ অনুস্বাক্ষর করেছে। এই সনদে আদিবাসীদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে যাতে বলা হয়েছে, "ঐতিহ্যবাহী জীবনযাপন করে এমন অনেক আদিবাসী ও আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের জৈব সম্পদের উপরে নিবিড় ও ঐতিহ্যবাহী নির্ভরশীলতা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, উদ্ভাবন ও চর্চার সুফল ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগের আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি প্রদান।"

৩৪. বাংলাদেশ সরকার তার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ১) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা ২০০৭ বাস্তবায়ন ও আইএলও সনদ নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর, ২) নৃগোষ্ঠীসমূহের ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার জন্য একটি ভূমি নীতিমালা প্রণয়ন, এবং সবশেষে ৩) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আইনী সুরক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৫. বাস্তবায়ন ও পরিচালনা

৫.১ সাধারণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও দায়িত্বাবলী

৩৫. নিচের চিত্র ২ এ একটি উচ্চ পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি কাঠামো দেখানো হয়েছে। কমিটির প্রধান দায়িত্বালী নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

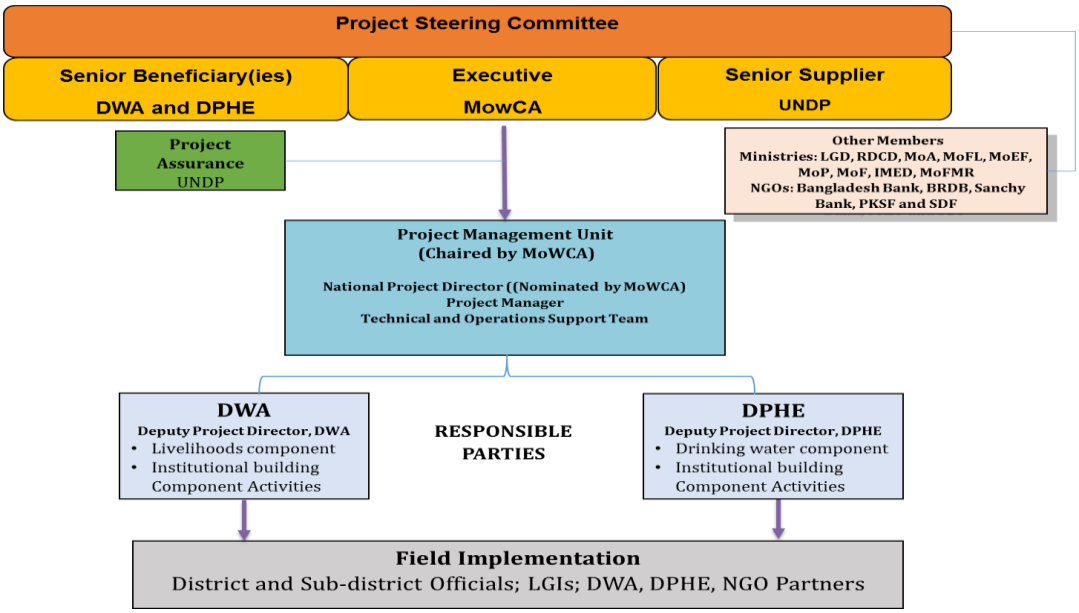

চিত্র ২: প্রকল্প পরিচালনা কাঠামো

৫.১.১ প্রকল্প বোর্ড ও উপ-কমিটি

৩৬. প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) বাস্তবায়ন অংশীদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রকল্পে বাস্তবায়ন অংশীদার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA), সেই সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (DWA) এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) সিনিয়র উপকারভোগী প্রতিনিধি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্প কর্মকাণ্ড, প্রকল্পের ফলাফল অর্জন ও ইউএনডিপি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য ইউএনডিপির নিকট দায়বদ্ধ।

৩৭. পিএসসি গঠিত হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে:

- প্রকল্পের মালিকানা ও বোর্ডের চেয়ারের দায়িত্ব পালন করবেন এমন একজন নির্বাহী কর্মকর্তা (জাতীয় বাস্তবায়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা)। উক্ত নির্বাহী হবেন সচিব পদমর্যাদার যিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব কর্মকর্তা;
- একজন সিনিয়র সরবরাহকারী প্রতিনিধি যিনি প্রকল্পের কারিগরী সম্ভাব্যতা, দাতা সংস্থসমূহের শর্তাবলী অনুসরণ, এবং প্রকল্পের সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়মকানুন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। জিসিএফএই পদাধিকার বলে এই ভূমিকায় থাকবে ইউএনডিপি;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সিনিয়র উপকারভোগী প্রতিনিধি যিনি উপকারভোগীদের দৃষ্টিকোন হতে প্রকল্পের সুবিধা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মনোনীত জাতীয় প্রতল্প পরিচালক (NPD) যিনি সার্বিক দিক নির্দেশনা ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সময়মতো প্রকল্প আউটপুট সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন;

- অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বিএফআরআই, বাংলাদেশ ব্যাংক, ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি, সঞ্চয় ব্যাংক, বিআরডিবি এবং সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)।

৫.১.২ জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট

৩৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) পিএসসিকে সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট অর্গানাইজেনশ চার্টে চিহ্নিত প্রধান ভূমিকাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে, বিশেষ করে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকের ভূমিকা। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক হবেন ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োগকৃত এবং তিনি জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন।

৩৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে দৈনিক বাস্তবায়নের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালনা করবেন। প্রকল্পে চূড়ান্ত টার্মিনাল মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং জিসিএফ ও ইউএনডিপি নির্ধারিত অন্যান্য নথিপত্র প্রস্তুত ও জমাদানের পর প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব শেষ হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকল্পের দৈনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপকের প্রধান দায়িত্ব হবে প্রকল্প যেন নির্ধারিত আদর্শ ও মান অনুযায়ী এবং নির্ধারিত সময় ও ব্যয়সীমার মধ্যে থেকে প্রকল্পের নথিপত্রে প্রাক্কলিত ফল অর্জন করে তা নিশ্চিত করা।

৪০. টেকনিক্যাল ও অপারেশনাল সাপোর্ট টিমসমূহ নিয়ে গঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং ইউনিট প্রকল্পের সকল কর্মসূচির উপাদান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। পিএমইউ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এই দুটি টিমের সহায়তা নিয়ে। টেকনিক্যাল টিম যেসকল বিষয় নিয়ে কাজ করবে সেগুলি হচ্ছে: ১) কর্মসূচির মানদণ্ড নির্ধারণ; ২) মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নকারী টিম এবং কন্ট্রাক্টর ও এনজিওসমূহকে কারিগরী দিকনির্দেশনা প্রদান; ৩) প্রকল্পের নীতিমালা গবেষণা, সংলাপ ও প্রকল্পের অধিপরামর্শ উপাদানসমূহ বাস্তবায়ন; ৪) সামাজিক, জেন্ডার সংক্রান্ত একং পরিবেশগত নিরাপত্তা উদ্যোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান ও পরিবীক্ষণ; ৫) জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন; এবং ৬) প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা প্রদান। অপারেশনস টিম প্রকল্পের আর্থিক বিষয়, সাধারণ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও ঝুঁকি ব্যবস্থানা কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনা করবে।

৫.১.৩ প্রকল্প এ্যাসিউরেন্স

৪১. ইউএনডিপি'র 'প্রজেক্ট এ্যাসিউরেন্স' ভূমিকা হলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন এবং স্বাধীনভাবে প্রকল্প তদারকি ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা প্রদান করা। এই ভূমিকা যথাযথভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মাইলফলক ব্যস্থাপনা নির্ধারণ ও সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করে। প্রজেক্ট এসিউরেন্সকে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়, এর এর ফলে স্টিয়ারিং কমিটি তার কোনো এসিউরেন্স ক্ষমতা প্রকল্প ব্যবস্থাপককে অর্পন করতে পারে না। এছাড়াও, সিনিয়র সরবরাহকারী হিসেবে ইউএনডিপি প্রকল্পের জন্য মান নিশ্চিত করে; এনআইএম দিকনের্দেশনা অনুসরণ নিশ্চিত করে; এবং জিসিএফ ও ইউএনডিপি নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করে।

৪২. ইউএনডিপি'র একজন কর্মসূচি কর্মকর্তা, বা একজন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা, সাধারণত ইউএনডিপি'র পক্ষ থেকে প্রজেক্ট এ্যাসিউরেন্সের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৫.২ প্রকল্প ডেলিভারি ও পরিচালনা

৫.২.১ প্রকল্প ডেলিভারি

৪৩. এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সংস্থার সাথে একটি "সমঝোতা প্রত্রে" আবদ্ধ হবে। ইউএনডিপি জিসিএফ থেকে প্রকল্পের তহবিল সংগ্রহ করবে এবং একটি সম্মত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রীম বরাদ্দ প্রদান করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইউএনডিপির শর্তাবলীর সাথে মিল রেখে নিরীক্ষা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সরাকারি শর্তাবলী ইউএনডিপিকে সরবরাহ করবে।

৪৪. জেলা ও উপ-জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ পিএমইউ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প কর্মকাণ্ডের দৈনিক বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। ডিডব্লিউএ এবং ডিপিএইচই **স্থানীয় সরকার বিভাগের** (LGD) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। এলজিডি'র জেলা পর্যায়ে অফিস আছে যেখান থেকে এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করে থাকে (LGIs)। **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর** হলো স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকৌশল শাখা যা সারাদেশে স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের পল্লী ও নগর অঞ্চলে সড়ক, কালভার্ট, বাজার, ও ক্ষুদ্র সেচ অবকাঠামোর মতো অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ডিপিএইচই হলো এলজিডি'র মূল কারিগরি সংস্থা যা সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তাদের পানীয় জলের সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করে।

৪৫. আরপিসমূহ জীবিকায়ন প্রকল্প ও পানীয় জল সমস্যার সমাধান বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ ও বিশেষায়িত যথাযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিও এনজিওগুলির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। কোম্পানি ও এনজিও নির্বাচন করা হবে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়াতে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সহ-ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে। নারী জীবিকা গ্রুপদের জন্য জন্য জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করা হয় ইউপি কর্মচারী ও নারী স্থায়ী কমিটির সম্পৃক্ততার মাধ্যমে। পানীয় জল সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনা করা হয় পানির স্তর ও পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির ও ইউপি পর্যায়ের ওয়াটসন স্থায়ী কমিটিসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা সহায়তার মাধ্যমে। বাস্তবায়নকারী কন্ট্রাক্টর ও এনজিওগুলি কাজ করবে এসকল কমিটির তত্ত্বাবধানে এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডব্লিউডিএ এবং পিএমইউ এর কর্মচারীদের কারিগরি তদারকিতে।

৫.২.২ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ণ কর্মকাঠামো পরিচালনা

৪৬. বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেবা প্রদানকারী সংস্থসমূহের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন করবে।

৪৭. আইপিপিএফ সকল টেন্ডার ডকুমেন্টেশনের অংশ হবে। কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকালীন সময়ে এই ডকুমেন্টটির পর্যালোচনা বা হালনাগাদ করার দায়িত্ব থাকবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপরে। কর্মপরিকল্পনাটি যে ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করা হবে তার দায়িত্ব হবে এর সর্বশেষ ভার্সনের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪৮. ইউএনডিপি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে (যেমন কন্ট্রাক্টর ও এনজিও) পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষায়িত পরামর্শ প্রদানের জন্য এবং পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা উক্ত মন্ত্রণালয় হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রকল্পের পুরো মেয়াদে এর প্রতিটি অংশের সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির পরিবেশগত ও সামাজিক পরফরমেন্স মূল্যায়ন করবে এবং আইপিপিএফ অনুসরণ নিশ্চিত করবে। প্রকল্প পরিচালনাকালে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি আইপিপিএফ বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। এই প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব রোধ ও হ্রাসকরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

৪৯. ফিল্ড অফিসারগণ প্রকল্প স্থানে/নির্মাণ স্থানে দৈনিক পরিবেশগত পরিদর্শনের জন দায়ী থাকবেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা প্রতি মাসে একবার নীরিক্ষার মাধ্যমে এই পরিদর্শন ক্রস চেক করবেন।

৫০. সেবাপ্রদানকারী সংস্থা যেমন কন্ট্রাক্টর সকল প্রশাসনিক ও পরিবেশগত রেকর্ড সংরক্ষণ করবে যার মধ্যে থাকবে একটি অভিযোগ লগ এবং উত্থাপিত অভিযোগের কারণ হ্রাস করতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে রেকর্ড।

৫১. সেবা প্রদানকারীর সংস্থা দৈনিক আইপিপিএফ অনুসরণের জন্য দায়ী থাকবে।

৬. যোগাযোগ

৬.১ জনসাধারণের সাথে আলাপ পরামর্শ ও প্রকাশ্য ঘোষণা

৫২. আইপিপিএফ এ স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তর, শিল্পগোষ্ঠী, এনজিও, এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সদস্য সহ ব্যাপক পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়াও, প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় (এবং অন্যান্য যেসকল প্রকল্পকে এই প্রকল্পে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে সেকল প্রকল্প পরিকল্পনার সময়ও) ব্যাপকভাবে তাৎক্ষণিক পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং আশা করা হয় যে এই প্রকল্পের প্রভাব যেসকল জনগোষ্ঠীর উপরে পড়তে পারে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা চলমান থাকবে। কমিউনিটির প্রয়োজন অনুসারে এই প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হবে বলে ধারণা করা যায়।

৫৩. ধারণা করা যায় প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে ইউএনডিপি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে এই প্রকল্পটি সম্পর্কে হালনাগাদ প্রস্তুত ও প্রকাশ করবে। তথ্য হালনাগাদ বিভিন্ন মাধ্যমে করা হবে যেমন প্রিন্ট, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট। অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ গ্রহণের জন্য প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদে যোগাযোগের পয়েন্ট হিসেবে একটি প্রকাশিত টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করা হবে। সকল অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ একটি রেজিস্টারে রেকর্ড করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারকে অবহিত করা হবে। সকল উপকরণ যথাযথভাবে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশ করা হবে।

৫৪. কমিউনিটি সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা বা অভিযোগ উত্থাপিত হলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী রেকর্ড করা হবে:

ক) অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের সময়, তারিখ এবং প্রকৃতি;
খ) যোগাযোগের ধরন (যেমন টেলিফোন, চিঠি, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ);
গ) যোগাযোগকারী ব্যক্তির নাম, যোগাযোগের ঠিকানা ও টেলিয়োন নম্বর ;
ঘ) অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের বিপরীতে সাড়াদান বা তদন্ত; এবং
ঙ) গৃহীত পদক্ষেপ এবং পদক্ষেপ গ্রহণকারীর নাম।

৫৫. কিছু কিছু অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তির জন্য দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। কাজেই অভিযোগকারীদেরকে তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির পথে অগ্রগতি অবহিত করা হবে। সকল অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের বিপরীতে তদন্ত করা হবে এবং অভিযোগকারীর প্রতি সময়মতো সাড়া প্রদান হবে। যেসব অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব নয় সেসব অভিযোগ কিভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে সে বিষয়ে আইপিপিএফ এ একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫৬. নির্বাচিত পিএমইউ/কন্ট্রাক্টর স্টাফ সকল অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের পর্যালোচনা এবং সমাধানের পথে অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের দায়িত্বে থাকবেন।

৬.২ অভিযোগ রেজিস্টার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

৫৭. নির্মাণ কাজ পরিচালনা বা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপরে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। প্রকল্প কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেসকল অভিযোগ উঠতে পারে তা উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও সুবিধা প্রাপ্যতা, সেবা বাধাগ্রস্ত হওয়া, সাময়িক বা স্থায়ীভাবে জীবিকা হানি ঘটা, এবং অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার মতো সামাজিক

বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে। পরিবেশগত বিষয়েও অভিযোগ উঠতে পারে যেমন অতিরিক্তি ধূলা সৃষ্টি, নির্মাণ কাজের ফলে সৃষ্ট কম্পন জনিত কারণে বা কাঁচামাল পরিবহনের কারণে অবকাঠামোর ক্ষতি, শব্দদূষণ, যানজট, সেচ পুনর্বাসনের সময় সরকারি/বেসরকারি খাতের ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সম্পদের গুণগত মান ও পরিমাণ হ্রাস, বসতবাড়ির বাগান ও কৃষ্টি জমির ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি।

৫৮. এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন প্রকল্পে কর্মকর্তাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগীতার মাধ্যমে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, সময়মাফিক ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ পদ্ধতিতে এর সমাধান করতে পারে সেজন্য একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পতি কৌশল থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই প্রকল্পের আইপিপিএফ একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫৯. এই প্রকল্প দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আছে এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে একটি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ জানাতে পারে এই প্রকল্প তা অনুমোদন করে। আইপিপিএফ এ নির্ধারিত অভিযোগ রেজিস্টার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী যারা আনুষ্ঠানিক আইনী ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে পারে না তাদের অভিযোগের প্রতি সহজলভ্য, দ্রুত, নিরপেক্ষ, ও কার্যকর সাড়াদান প্রদান করা হবে।

৬০. অনেক অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব বিষয়টি মেনে নিয়ে আইপিপিএফ এ নির্ধারিত অভিযোগ রেজিস্টার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা উভয় পক্ষের সম্মতিতে গ্রহণযোগ্য পন্থায় সমাধান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আইপিপিএফ এ অভিযোগ রেজিস্টার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পুরণকল্পে প্রণীত হয়েছে:

ক. একটি আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যা স্টেকল্ডোর গ্রুপসমূহের মাঝে আস্থা স্থাপন করা এবং এব স্টেকহোল্ডারদেরকে আশ্বস্ত করা যে তাদের অভিযোগ বা সমস্যাবলী একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে;

খ. সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য অভিযোগ রেজিস্টার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে সরল ও সরাসরি প্রবেশগম্যতা এবং যারা অতীতে তাদের সমস্যার কথা বলতে বাধার সম্মূখীন হয়েছে তাদেরকে সহায়তা প্রদান;

গ. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ের একটি সুস্পষ্ট ও পরিচিত পদ্ধতি প্রদান, এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়েরের ফল কী কী ধরনের হতে পারে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রদান;

ঘ. নিরপেক্ষ, অবহিত, এবং উত্থাপিত আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন একটি সঙ্গতিপূর্ণ, আনুষ্ঠানিক এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে সকল অভিযোগকারী ও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য একটি সাম্য ভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

ঙ. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির অগ্রগতি, অভিযোগ/ক্ষোভ মূল্যায়নের সময় যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল সে সম্পর্কে, এবং যে কৌশল প্রয়োগ করে তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে সে বিষয়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ এ্যাপ্রোচ প্রয়োগ করা; এবং

চ. প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার প্রয়োগ করে সম্ভাব্য অভিযোগের সংখ্যা হ্রাস করার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলকে শিক্ষালাভ ও মানোন্নয়নে সক্ষম করা।

৬১. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল ব্যবহারের শর্তাবলী:

ক. অভিযোগকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠীর উপরে অনুমিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব, অথবা এধরনের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার আশংঙ্কা;

খ. সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির প্রভাব যা ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে; এবং প্রকল্প কিভাবে এরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে বা করতে পারে তার ব্যখ্যা; এবং

গ. অভিযোগ/ক্ষোভ উত্থাপনকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকিতে আছে; অথবা অভিযোগ/ক্ষোভ উত্থাপনকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ত করার জন্য উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত

৬২. স্থানীয় কমিউনিটি ও আগ্রহী অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যে কোনো সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট তাদের অভিযোগ/ক্ষোভ উত্থাপন করতে পারে। আক্রান্ত স্থানীয় কমিউনিটিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল ও কিভাবে অভিযোগ দায়েল করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা সহ আইপিপিএফ এর বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৬.৩ অভিযোগ রেজিস্টার

৬৩. যেখানে কোনো কমিউনিটি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা উত্থাপিত হবে সেখানে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী রেকর্ড করা হবে:

৬৪. নির্মাণকালীন সময়ে কমিউনিটি কর্তৃক উত্থাপিত কোনো আপত্তি, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ রেকর্ড করার জন্য প্রকল্পের অংশ হিসেবে অভিযোগ রেজিস্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। কোনো অভিযোগ গ্রহণের ২৪ ঘণ্টার সধ্যে তা ইউএনডিপি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে। গৃহীত অভিযোগ যাচাই বাছাই করা হবে। এর পরে দূর্নীতি সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে ইউএনডিপি এর নিকট মন্তব্য এবং/অথবা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেশের জন্য প্রেরণ করা হবে।

৬৫. যখনই সম্ভব প্রকল্প টিম গৃহীত অভিযোগ যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে, এবং এর ফলে অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাবার সম্ভাবনা এড়ানো সম্ভব হবে। তবে যেসব অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয় সেগুলিকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির জন্য রেখে জমা রাখা হবে।

৬৬. প্রতি ছয় মাসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গৃহীত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং অভিযোগের প্রকৃতি অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে।

৬.৪ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

৬৭. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলটি প্রণীত হয়েছে একে স্বেচ্ছামূলক শুভ বিশ্বাস ভিত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কৌশল হিসেবে গড়ে তুলতে। তবে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইনী প্রক্রিয়ার বিকল্প নয়। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলটি অবশ্যই বাস্তবসম্মত হবে এবং এতে অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তি করা হবে সকল পক্ষের নিকট সমর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলীর ভিত্তিতে। কোনো অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ উত্থাপনের সময় সকল পক্ষকে সবমসয় শুভ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং সর্বসম্মভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।

৬৮. প্রকল্পের অবাধ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নকালে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলির সময়মতো ও কার্যকরভাবে সমাধান নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সক্ষমতা প্রদান করবে।

৬৯. সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ মৌখিকভাবে (মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিকট), ফোনে, অভিযোগ বাক্স বা ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট লিখিত আকারে দায়ের করা যাবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পিএমইউ/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং নির্মাণ ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত সকল অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ রেকর্ড করার জন্য নিজ নিজ প্রকল্প সাইট অফিসে একটি অভিযোগ রেজিস্টার রক্ষা করা। সকল অভিযোগ শ্রদ্ধা, ভদ্রতা ও সংবেদনশীলতার সাথে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভে উল্লেখিত শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পিএমইউ এবং নির্মাণ ঠিকাদারের এখতিয়ারভুক্ত সকল সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে। তবে এমন কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলি অধিকতর জটিল এবং প্রকল্প পর্যায়ের কৌশল প্রয়োগ করে সমাধান করা সম্ভব নয়। এমন অভিযোগগুলিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়েল দায়িত্ব হবে এসকল সমস্যা একটি যথাযথ/শক্তিশালী প্রক্রিয়াতে সমাধান করা।

৭০. কোনো ব্যক্তি এবং/অথবা গোষ্ঠী যেন অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল কোনো বৈধ অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে প্রয়োজন হলে যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্বাহ করবে। তবে কোনো অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ যদি যথাযথ নয় বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে সেক্ষেত্রে ব্যয় বহন করা হবে না।

৭১. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সম্পর্কিত এবং কিভাবে অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ পেশ করতে হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রধান স্টেকহোল্ডারকে অবহিত করতে তা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭২. পিএমইউ তে সেইফগার্ড অফিসারকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের দায়িত্বে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করা হবে। এই পদের বিপরীতে নিম্নলিখিত দায়িত্ব (সময়ে সময়ে সংশোধন করা যাবে) থাকবে:

ক. নির্মাণ শুরুর পূর্বেই সমস্যা সমাধানে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠনে সমন্বয় সাধন;

খ. অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে পিএমইউ তে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা এবং পিএমইউ এর অভ্যন্তরে সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করা;

গ. গণসচেতনতা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

ঘ. সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সহায়তা প্রদান;

ঙ. অভিযোগ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করা;

চ. অভিযোগ বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করা; এবং

ছ. মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য প্রস্তুত করা।

৭৩. প্রকল্পের সকল অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি দুই স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম স্তরে রয়েছে ইউনিয়ন/উপজেলা এবং/অথবা ওয়ার্ড পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ। স্টেকহোল্ডারদেরকে অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ (যদি থাকে) জানানোর বিভিন্ন পয়েন্ট সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং পিএমইউ ঐসকল পয়েন্ট থেকে নিয়মিতভাবে অভিযোগ সংগ্রহ ও রেকর্ড করে থাকে। এর পরে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সমন্বয় করা। পিএমইউ এর সেইফগার্ডস অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কর্মকাণ্ড সমন্বয় করবেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকাণ্ডে ইএসএস ও জেণ্ডার ফোকাল পয়েন্টগণ, এই দায়িত্বে নিয়োজিত যেকোনো কর্মকর্তা, পিএমইউ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেইফগার্ড ও জেন্ডার ম্যানেজারের সাথে সমন্বয় করবেন। এই ধরনের ব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যতে চলমান থাকে সেই লক্ষ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৭৪. অভিযোগ মৌখিকভাবে (মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিকট), ফোনে, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ বাক্সে অথবা ইউএনডিপি বা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট লিখিত আকারে পেশ করা যাবে। তবে যাদি কোনো অভিযোগকারী তার অভিযোগের ফলে তার উপরে পাল্টা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেন তাহলে তিনি সরাসরি নিরাপত্তা কর্মকর্তার নিকটে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং তিনি গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনুরোধ করলে তা রক্ষা করতে হবে (অর্থাৎ ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা)। এমন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মকর্তা অভিযোগটি পর্যালোচনা করবেন, অভিযোগকারীর সাথে আলোচনা করবেন, এবং অভিযোগকারী সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রেখে কিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে সম্পৃক্ত করা যায় সেটি নির্ধারণ করবেন।

৭৫. অভিযোগ গ্রহণের পর নিরাপত্তা কর্মকর্তা একটি স্বীকৃতি পত্র প্রদান করবেন। ফোকাল পয়েন্ট যিনি অভিযোগ গ্রহণ করবেন তিনি গৃহীত অভিযোগ ও অভিযোগকারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং এবং পিএমইউ তে অবিলম্বে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

৭৬. সংশ্লিষ্ট পিএমইউ ওয়ার্ড পর্যায়ে একটি অভিযোগ/ক্ষোভ রেজিস্টার রক্ষা করবে (এবং সেইসাথে ইউনিয়ন/ উপজেলা পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য রেকর্ড করে)। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তথ্যের রেকর্ড রাখা পিএমইউ এর দায়িত্ব।

৭৭. কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ রেজিস্টারে রেকর্ড করার পর নিরাপত্তা কর্মকর্তা গৃহীত অভিযোগ/ক্ষোভ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পড়বেন এবং উত্তর দেবার তারিখ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির তারিখ উল্লেখপূর্বক অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। নিরাপত্তা কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ

ব্যক্তি বা অভিযাগকারীর সাথে মিটিং করবেন এবং গৃহীত অভিযোগের সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সমস্যা সমাধান ও ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে প্রয়োজন হলে অভিযোগকারী ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে মিটিং আয়োজন করতে হবে। মিটিং এ আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত রেকর্ড করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির মিটিং সহ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সংক্রান্ত সকল মিটিং এর রেকর্ড রাখতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবেন।

৭৮. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যতিত সকল অভিযোগ তদারকির জন্য প্রথম ধাপের অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হবে:

ক. অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ

খ. প্রকৌশল/কারিগরী বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগ

গ. আদালতে অমিমাংসিত কোনো মামলা

৭৯. প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে কিছু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবার এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠী সহ) সমাজে প্রান্তিক অবস্থানে থাকার কারণে প্রকল্পের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ও জিআরএম এর ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। কাজেই পিএমইউ এর নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে সামাজিক অবহেলা/দ্বন্দ্ব-সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৮০. প্রথম ধাপের অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সাধারণত ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করা হবে এবং/অথবা অভিযোগের প্রতি প্রস্তাবিত সাড়াদান সম্পর্কে একটি 'ডিসক্লোজার ফরম' এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের শর্তাবলী অনুসরণ করে এবং এটি করতে হবে যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াতে সকল পক্ষের শুভ বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এছাড়াও, অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে যথাসম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৮১. যদি উক্ত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহলে অভিযোগটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করতে হবে। তবে, যদি সামাজিক নিরাপত্তা এবং জেন্ডার কর্মকর্তা মনে করনে যে অভিযোগটি পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব, তাহলে উক্ত কর্মকর্তা অভিযোগটিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের প্রথম ধাপে রেখে এবং অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে অবহিত করে বিষয়টির সমাধান করতে পারেন। কিন্তু, অভিযোগকারী যদি বিষয়টিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন তাহলে তা অবশ্যই পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে যদি গৃহীত অভিযোগ ২০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সেটি পরবর্তী ধাপে চলে যাবে।

৮২. দূর্নীতি বা কোনো প্রকার অনৈতিক চর্চার অভিযোগ উঠলে বিষয়টি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে (অথবা অভিযোগ নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে) এবং নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ইউএনডিপি'র নিরীক্ষা ও তদন্ত অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

৮৩. দ্বিতীয় ধাপের অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে জেলা পর্যায়ে গঠিত অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

৮৪. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির কাঠামো:

ক. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - চেয়ারম্যান

খ. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ibid)

গ. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট এলাকাতে কর্মরত বেসরকারি সংস্থা/সুশীল সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধি

ঘ. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জেলা প্রধান

ঙ. উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)

চ. উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, এবং

ছ. নিরাপত্তা কর্মকর্তা

৮৫. প্রতিটি জেলাতে কমিটি গঠনের জন্য পিএমইউ এর নিরাপত্তা কর্মকর্তা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপত্র ও নোটিশ জারি করা নিশ্চিত করবেন যাতে প্রয়োজন অনুসারে সকলকে সময়মতো মিটিং এর জন্য আহ্বান করা সম্ভব হয়।

৮৬. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির দায়িত্ব ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়তা প্রদান;

খ. অভিযোগের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও যথাসম্ভব দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি;

গ. গুরুতর কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে পিএমইউ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কে যত দ্রুত সম্ভব তথ্য প্রদান;

ঘ. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির/গোষ্ঠীর সাথে সমন্বয় করা এবং তার সমস্যা সমাধান বিষয়ে সময়মতো যথাযথ তথ্য সংগ্রহ;

ঙ. স্বাভাবিকভাবে উদ্ভুত অভিযোগ নিয়ে পড়াশুনা করা এবং ভবিষ্যতে আরো অভিযোগ এড়াতে কী ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে পিএমইউ এবং জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটিকে পরামর্শ প্রদান।

৮৭. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/অভিযোগকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে মিটিং আয়োজন করবে এবং সকল পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানের বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির তার সকল মিটিং এর কার্যবিবরনী রেকর্ড করবে।

৮৮. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি প্রস্তাবিত সমাধান সম্পর্কে অভিযোগকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করবেন। যদি অভিযোগকারী প্রস্তাবিত সমাধানে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে। তবে যেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সমাধান

অভিযোগকারীর নিকট সন্তোষজনক মনে হবে না সেক্ষেত্রে কমিটি অভিযোগকারীর বাকী অভিযোগে দূর করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সমাধান সংশোধন করতে পারবে, অথবা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিতে পারবে যে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির পক্ষে এর বাইরে অন্য কোনো সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। অভিযোগকারী যদি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের তিন স্তরের সমাধানে সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে তিনি আইনী পদক্ষেপ বা অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৮৯. প্রকল্প অথবা জাতীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল ছাড়াও কোনো অভিযোগকারী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার শর্তাবলী অনুসরণ করে ইউএনডিপি'র জবাবদিহিতা কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেন। ইউএনডিপি'র মানদণ্ড, স্ক্রিনিং প্রাক্রিয়া বা ইউএনডিপি'র অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশগত অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং এর ফলে জনসাধারণ বা পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে এই মর্মে কোনো অভিযোগ থাকলে সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট এ বিষয়ে তদন্ত করে থাকে। সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিটে অবস্থিত নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান অফিসে, এবং এর দায়িত্বে আছেন লিড কমপ্লায়েন্স অফিসার। ইউএনডিপি'র কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটির যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তারা চাইলে কমপ্লায়েন্স রিভিউ এর সুযোগ নিতে পারেন। সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নিকট হতে গৃহীত যথাযথ অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার জন্য এবং তদন্তের ফলাফল ও সুপারিশ প্রকাশ্যে রিপোর্ট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৯০. স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশল ইউএনডিপি'র কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে। স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের উদ্দেশ্য হলো স্বপ্রণোদিত স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততায় সম্পূরক হিসেবে কাজ করা অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকল্প মেয়াদের বিভিন্ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা ইউএনডিপি ও এর বাস্তবায়নকারী অংশীদারী সংস্থাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কমিউনিটি ও ব্যক্তিবর্গ যদি কোনো সমাধানে (এক্ষেত্রে প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল) সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মান নিশ্চিতকরণের আদর্শ চ্যানেল অনুসরণ সাপেক্ষে স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের আশ্রয় নেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। যখন একটি আদর্শ স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের জন্য অনুরোধ করা হবে তখন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের, আঞ্চলিক ও সদর দফতরের ইউএনডিপি ফোকাল পয়েন্ট সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করবে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **www.undp.org/secu-srm** দ্রষ্টব্য। আইপিপিএফ এর শেষে এ বিষয়ে প্রয়োজনী ফরমগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে।

৭. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৯১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইউএনডিপি ও জিসিএফ কে আইপিপিএল প্রয়োগের বিষয়ে নিয়মিতভাবে হালনাগাদকৃদ তথ্য প্রদান করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে কোনো প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ষান্মাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে এবং ইউএনডিপি ও জিসিএফ এর নিকট পেশ করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা ইউএনডিপি'র সহায়তায় আইপিপিএফ বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় একগুচ্ছ পরিবীক্ষণ সূচক এবং কিভাবে পরিবীক্ষণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করা হবে।

৯২. আইপিপিএফ বাস্তবায়নের শর্তবালী অনুসরণ ষান্মাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের জন্য সরাসরি ইউএনডিপি একজন স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ নিয়োগ করবে।স্বতন্ত্র পরিবীক্ষক আইপিপিএফ প্রয়োগরে শর্তাবলী অনুসরণও মূল্যায়ন করবেন।

৮. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের বাজেট

৯৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো/আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল ব্যয় প্রকল্পের সার্বিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনাতে একটি বিশদ অনুমিত ব্যয় ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস সম্পর্কে ধারণা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কর্মকাঠামো ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনার অবাধ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি সময়মতো একটি বাজেট প্রদান করবে।

সংযুক্তি ১: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনার রূপরেখা

আদিবাসী জনগোষ্ঠী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপরে প্রভাব ফেলতে পারে এমন সকল প্রকল্পের জন্য একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপরে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবের গুরুত্ব অনুযায়ী এই পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য ও এর সর্বাত্মকতা যথোপযুক্ত হতে হবে। এই রূপরেখায় একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যদিও এখানে প্রদত্ত ক্রম অনুসরণ করা জরুরি নয়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনার নির্বাহী সারসংক্ষেপ

এই অংশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বালী, গুরত্বপূর্ণ ফলাফল, এবং সুপারিশকৃত কর্মকাণ্ডের বিবরণ থাকবে।

প্রকল্পের বর্ণনা

এই অংশে প্রকল্পের সাধারণ বর্ণনা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও এখানে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপরে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা থাকবে; এবং এতে প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে।

সামাজিক প্রভাব নিরূপণ

এ অধ্যায়ে থাকবে:

ক. প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জনগোষ্ঠী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো পর্যালোচনা করে;

খ. আক্রান্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জনমিতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে; যে ভূমি তারা ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করে আসছে বা প্রথাগতভাবে তাদের দখলে রয়েছে; এবং যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে তারা নির্ভর করে সে সম্পর্কে বেইজলাইন তথ্য প্রদান করে;

গ. প্রধান স্টেকহোল্ডারদেরকে চিহ্নিত করে এবং পর্যলোচনা ও বেইসলাইন তথ্য বিবেচনায় রেখে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনার জন্য সংস্কৃতিগতভাবে যথাযথ ও জেন্ডার-সংবেদনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে;

ঘ. আক্রান্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক ও বিরূপ প্রভাব নিরূপণ করে। আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিশেষ পরিস্থিতি এবং ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক এবং অন্যান্যদের তুলনায় কমিউনিটি, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধায় সমাজের অন্যান্যদের তাদের সীমিত প্রবেশগম্যতার প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসমূহের জেন্ডার-সংবেদনশীল বিশ্লেষণ তাদের উপরে সম্ভাব্য গুরুতর বিরূপ প্রভাব নিরূপণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক;

ঙ. প্রকল্প এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানের উপরে এর প্রভাব সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে; এবং

চ. ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব এড়াতে এবং প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সংস্কৃতিগতভাবে যথাযথ সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত ও সুপারিশ করে, বা যদি প্রভাব এড়ানোর মতো গ্রহণ সম্ভব না হয় তাহলে প্রভাব হ্রাস ও প্রশমনে পদক্ষেপ চিহ্নিত করে, এবং/অথবা এ ধরনের প্রভাবের জন্য ক্ষতিপূরণ চিহ্নিত করে ।

তথ্য প্রকাশ, আলাপ-আলোচনা ও অংশগ্রহণ

এই অধ্যায়ে:

ক. প্রকল্প প্রস্তুতিকালে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিকট তথ্য প্রকাশ, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা এবং তাদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বর্ণনা করে;

খ. সামাজিক প্রভাব নিরূপণের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে এবং আলাপ-আলোচনার সময় উত্থাপিত অভিযোগ বা আপত্তিসমূহ চিহ্নিত করে এবং প্রকল্প নকশায় এগুলি সমাধানের জন্য কী সুপারিশ করা হয়েছে তা চিহ্নিত করে;

গ. যেসকল প্রকল্প কর্মকাণ্ডে বড় ধরনের কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণের বিষয় রয়েছে সেসকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি ও ফলাফল এবং এই ধরনের আলাপ-আলোচনার ফলে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হলে সে বিষয় এবং প্রকল্প কর্মকাণ্ডের প্রভাব নিরসনে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে সে বিষয়কে নথিভুক্ত করে;

ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও অংশগ্রহণ কৌশল বর্ণনা করে; এবং

ঙ. ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিকট নথির খসড়া ও চুড়ান্ত নথি প্রকাশ নিশ্চিত করে।

সুবিধা প্রদানের উদ্যোগসমূহ

আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যাতে সংস্কৃতিগতভাবে যথোপযুক্ত ও জেন্ডার-রেসপনসিভ সুবিধা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করতে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এই অধ্যায়ে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে;

প্রশমনমূলক পদক্ষেপ

প্রতিটি আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপরে প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব এড়াতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এই অধ্যায় তা নির্দিষ্ট করে; এবং যেক্ষেত্রে প্রভাব এড়ানো অসম্ভ সেক্ষত্রে প্রভাবের সম্ভাবনা হ্রাস, প্রভাব প্রশমন ও ক্ষতিপূরণের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

এই অধ্যায় প্রকল্প এলাকাতে আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত সমস্যাবলী সমাধান করতে (ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যে সকল পদক্ষে গ্রহণ প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট করে; এবং (খ) আরো কার্যকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার প্রকল্প এলকার আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট করে;

অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

এই অধ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বর্ণনা করে। এছাড়াও, এই অধ্যায় আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কিভাবে উক্ত প্রক্রিয়া সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে এবং এটি সংস্কৃতিগতভাবে কতটা যথোপযুক্ত ও জেন্ডার-রেসপনসিভ হবে সে বিষয়টিও ব্যখ্যা করে। তবে, অনুমান করা যায় যে এতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামোর অধীনে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল ব্যবহার করা হবে।

পরিবীক্ষণ, রিপোর্টিং ও মূল্যায়ন

এই অধ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত কৌশল ও বেঞ্চমার্কসমূহ বর্ণনা করে। এছাড়াও, এই অধ্যায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও যাচাই প্রক্রিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী/জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

এই অধ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনায় নির্দেশিত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, দায়িত্ব ও কৌশলসমূহ বর্ণনা করে। এছাড়াও, এই অধ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনায় নির্দেশিত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা এনজিওসমূহকে সম্পৃক্তকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে।

বাজেট ও অর্থায়ন

এই অধ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনায় বর্ণিত সকল কর্মকাণ্ডের আইটেম অনুযায়ী বাজেট প্রদান করে।

সংযুক্তি দুই: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ, জুন ১ ও ৩:

মুণ্ডা সম্প্রদায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ অংশ এবং সুন্দরবনের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির একটি। ঐতিহ্যগতভাবে এই জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এর সম্পদের উপর নির্ভর করে। তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে মূলত কৃষির উপরে, কিন্তু আবাদযোগ্য জমির অভাব, লবণাক্ততার কারণে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস, পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা, কাজের সুযোগের অভাব, এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের জীবন জীবিকা আক্রান্ত হচ্ছে। জুন মাসের ১ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামপুর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের বুড়িগোয়ালিনী মুণ্ডাপাড়াতে এবং ৩ জুন খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশি ইউনিয়নের বড়বাড়ি মুণ্ডাপাড়ায় পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪১ জন যার মধ্যে ২২ জন ছিল পুরুষ ও ১৯ জন ছিল নারী।

এই পরামর্শ সভায় চিহ্নিত মূল বিপদাপন্নতা/সমস্যাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

- **নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা হ্রাস-** ঘূর্ণিঝড় আইলাতে পানীয় জলের বেশিরভাগ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির সকল উৎস দূষিত হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ জায়গাতে ভূগর্ভস্থ পানির অগভীর ও গভীর স্তরে লবণাক্ততার কারণে নলকূপগুলি কাজ করে না যার ফলে বেশিরভাগ মানুষ পান করার জন্য ও রান্নার কাজে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহার করে। যেহেতু মুণ্ডা সম্প্রদায়ের নারীরা প্রথাগতভাবে পানি সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং তাদেরকে তাদের বসতবাড়ী থেকে অনেক দূরের পানির উৎস হতে পানি সংগ্রহ করতে হয়, তাদের জন্য কাজের ভার আরো বেড়ে গিয়েছে। কোনো কোনো এলাকাতে তাদেরকে মিঠা পানি পেতে ৩ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে যেতে হয়।

- **কাজের সুযোগের অভাব-** মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মূল জীবিকার উৎস শিকার ও কৃষি। পরবর্তীতে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে তাদের জমি প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায় যার ফলে কৃষি জমি চিংড়ির খামারে পরিণত হয় এবং তারা জীবিকার জন্য এর উপরে নির্ভশীল হয়ে পড়ে। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে তাদের জন্য কাজের সুযোগের অভাব দেখা দেয়।

- **খাদ্য নিরাপত্তার অভাব-** উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততার কারণে শুধু ধান উৎপাদনই হ্রাস পায়নি বরং লবণাক্ততা আক্রান্ত ভূমিতে বরো ও গম চাষের সম্ভাবনাও হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সকল মৌসুমেই সেচের প্রয়োজন হয়। পরিবেশের অবনয়ন জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায় এবং পরিবেশের জন্য প্রতিকূল চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণের ফলে খাদ্য উৎপাদনের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে চরম দুর্দশা ও দারিদ্র্যের প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে এবং এতে অনেকেই অন্য অঞ্চলে অভিভাসিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

- **স্বাস্থ্য ঝুঁকি-** মুণ্ডা সম্প্রদায় লবণাক্ত পানির চিংড়ি খামার দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেসব নারীরা মাছের পোনা সংগ্রহের কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে লবণাক্ত পানির সংস্পর্শে থাকতে হয়। এর ফলে তারা উচ্চ রক্তচাপ, জ্বর, হাড়ের ব্যথা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি নানা প্রকার স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। এছাড়াও, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবের ফলে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর মধ্যে টাইফয়েড, কলেরা ও ডায়রিয়ার মতো পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। নিম্নমানের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার ফলে অনিয়মিত মাসিক, নিম্ন ওজনের শিশুর জন্ম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

- **প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশাধিকারের অস্বীকৃতি-** প্রথাগতভাবে মুণ্ডা সম্প্রদায় জ্বালানীর জন্য কাঠ ও বসতবাড়িতে ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করে থাকে। মুণ্ডাদেরকে বন থেকে কাঠ ও নদী থেকে পানি সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয় না (পাশ বা পারমিট সংগ্রহের অনুমতি পায় না) যার পলে তাদের এই কাজ আরো কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। এতে মেয়েদের স্কুলে যাবার সামর্থ্য বাধাগ্রস্ত হতে পারে কারণ তাদেরকে গৃহাস্থলীর কাজে আরো বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। সাধারণত দেখা যায় যে ভূমির মতো সম্পদের মালিকানার অভাব এবং সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে বা গভর্নেন্স প্রক্রিয়াতে প্রবেশাধিকার না থাকাতে তাদের বিপদাপন্নতা আরো বৃদ্ধি পায়।

- **স্বাস্থ্যসেবা সুবিধায় প্রবেশগম্যতার অভাব-** কমিউনিটি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশগম্যতার অভাব হ্রাস করে। দুর্যোগের পূর্বে ও পরে মুণ্ডা কমিউনিটিতে কোনো স্বাস্থ্যকর্মী যায় না। এছাড়াও, পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও অপুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের ফলে আদিবাসী নারীরা দুর্বলতা, রক্তশূণ্যতা, ও নানা প্রকার রোগ ব্যধিতে ভোগে। সঠিক জ্ঞানের অভাবে অসুস্থ হলে তারা ওষুধ খাবার পরিবর্তে ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রের আশ্রয় নেয়।

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (DMC) অংশগ্রহণের অভাব-** যাদিও প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ৫% এর অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত কারণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন সভাতে সাধারণত তাদেরকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় না। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই মূলত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দুর্যোগ সহায়তা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা প্রতিনিয়ত অবহেলার শিকার হয়।

- **বাজারে সীমিত প্রবেশগম্যতা-** ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার পরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে যার ফলে বাজারে প্রবেশের সুযোগ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজার যেহেতু অনেক দূরে নারীরা তাদের গ্রামের অভ্যন্তরে কেনা-বেচা করতে অথবা তাদের নিজ এলাকার বাহিরের পুরুষদের নিকট অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

- **প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে নির্ভরশীলতা-** মুণ্ডা পুরুষদের তুলনায় নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জনিত কারণে আরো বেশি বিদাপন্নতার শিকার কারণ তারা তাদের জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে বেশি নির্ভরশীল যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে। এছাড়াও তারা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় যা তাদের খাপ খাইয়ে নেবার সক্ষমতা হ্রাস করে। মুণ্ডা নারীরা যেহেতু সামাজিকভাবে সংগঠিত নয় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, তারা সবসময় শালিস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এসকল চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মুণ্ডা জনগোষ্ঠী নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সুপারিশ করে:

জীবিকা সম্প্রসারণ:

- মৎস্যচাষ
- শুকর পালন
- ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগ
- গরু ও ছাগল পালন
- কাঁকড়া চাষ ও মৎস্য চাষের জন্য সহায়তা, নৌকা ও জাল সহায়তা
- দর্জির কাজ, প্যাকেট তৈরি, মুরগী পালন, ও গবাদি পশু পালনের জন্য সহায়তা
- মধু চাষ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সহনশীলতা গড়ে তোলা:

- বৃষ্টির পানি ধারণ
- বসতবাড়িতে পানীয় জল সংরক্ষণ
- পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ
- বিদ্যমান পুকুর ও জলাধার পুনর্বাসন
- খাস জমিতে জলাধার নির্মাণ
- কমিউনিটি পর্যায়ে আশ্রয়ের জন্য বাড়ি
- ঝুলন্ত সবজি বাগান
- লবণাক্ততা সহনশীল সবজি বাগান ও বেড সিস্টেম
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলিকে নারী ও বয়স্ক ব্যক্তি বান্ধব করে তোলা
- গবাদি পশুর জন্য আশ্রয়
- ঘূর্ণিঝড় সহনশীল বাড়ি
- খাল কাটা ও সেচের জন্য বৃষ্টি পানি সংরক্ষণ
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার এবং দুর্যোগের সাড়াদানের নারী প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়ন

নারী আদিবাসী (মুণ্ডা) অংশগ্রহণকারীদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পেশা
১	ঊষা রাণী মুণ্ডা	গৃহিনী
২	সন্ধ্যা রাণী মুণ্ডা	ঐ
৩	অঞ্জনা রাণী মুণ্ডা	ঐ
৪	কল্পনা মুণ্ডা	ঐ
৫	আশা লতা মুণ্ডা	ঐ
৬	কল্যাণী মুণ্ডা	ঐ

৭	সবিতা মুণ্ডা	ঐ
৮	মঞ্জুরী মুণ্ডা	ঐ
৯	বিনোদিনী মুণ্ডা	ঐ
১০	জঞ্জালী মুণ্ডা	ঐ
১১	সুমিত্রা রাণী মুণ্ডা	ছাত্রী
১২	কল্যাণী মুণ্ডা	গৃহিনী
১৩	বনো মুণ্ডা	ঐ
১৪	সুমিত্রা মুণ্ডা	ঐ
১৫	কবিতা মুণ্ডা	ঐ
১৬	সবিতা মুণ্ডা	ঐ
১৭	আরতী মুণ্ডা	ঐ
১৮	সুমিত্রা মুণ্ডা	ঐ
১৯	কণিকা মুণ্ডা	ঐ
২০	কল্পনা মুণ্ডা	ঐ
২১	বাহামনি মুণ্ডা	সচিব, নীলিমা মহিলা সংস্থা
২২	অঞ্জলী মুণ্ডা	গৃহিনী

পুরুষ আদিবাসী (মুণ্ডা) অংশগ্রহণকারীদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পেশা
১	অধীর মুণ্ডা	দিনমজুর
২	প্রশান্ত মুণ্ডা	ঐ
৩	জয় মুণ্ডা	ড্রাইভার
৪	সত্য চরণ মুণ্ডা	এনজিও কর্মী
৫	বলাই কৃষ্ণ মুণ্ডা	সচিব, কয়রা নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতি লিমিটেড
৬	ধীরেশ প্রসাদ মুণ্ডা	সদস্য, কয়রা নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতি লিমিটেড
৭	বিধান চন্দ্র মুণ্ডা	দিনমজুর
৮	মিলন মনোরঞ্জন মুণ্ডা	ঐ
৯	বিশ্বজিৎ মুণ্ডা	ঐ

১০	পরিমল মুণ্ডা	ঐ
১১	উৎপল মুণ্ডা	ঐ
১২	নারায়ন মুণ্ডা	ঐ
১৩	চিত্তরঞ্জন মুণ্ডা	ঐ
১৪	রতন মুণ্ডা	ঐ
১৫	কৃষ্ণ মুণ্ডা	ঐ
১৬	সুনীত মুণ্ডা	ঐ
১৭	পরিমল মুণ্ডা	কৃষক
১৮	ভবতোষ মুণ্ডা	দোকানদার
১৯	কৃষ্ণপদ মুণ্ডা	ইডি, এসএএমএস

সংযুক্তি তিন: সোশ্যাল এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার রেসপন্স কৌশলের নিকট অনুরোধ পেশ করার নির্দেশিকা

Empowered lives.
Resilient nations.

সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট (SECU) এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার রেসপন্স কৌশলের (SRM) নিকট অনুরোধ পেশ করার নির্দেশিকা

এই ফরমের উদ্দেশ্য

- **আপনি যদি এই ফরমটি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার লেখাটি অনুগ্রহপূর্বক মোটা অক্ষরে লিখবেন যাতে উত্তরটি আলাদাভাবে চেনা যায়।**
- **এই ফরমের ব্যবহার সুপারিশ করা হয়েছে, তবে এটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়। এই ফরমটি অনুরোধের খসড়া প্রস্তুতকালে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।**

এই ফরমের উদ্দেশ্য হলো নিম্নলিখিত বিষয়ে সহায়তা করা:

(১) যখন আপনার মনে হবে ইউএনডিপি তার সামাজিক ও পরিবেশগত নীতিমালা বা অঙ্গীকার অনুসরণ করছে না এবং আপনি মনে করেন যে এর ফলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তখন অনুরোধ পেশ করার জন্য। এই অনুরোধের মাধ্যমে একটি 'কমপ্লায়েন্স রিভিউ' প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে যা হবে ইউএনডিপি'র নীতিমালা ও অঙ্গীকার লংঘিত হচ্ছে কিনা এবং এবং উক্ত লংঘণের ঘটনার প্রতিকারে করণীয় চিহ্নিত করতে ইউএনডিপি'র নিরীক্ষা ও তদন্ত অফিসের অভ্যন্তরে অবস্থিত সোশ্যাল এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র তদন্ত। পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানতে সোশ্যাল এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট কমপ্লায়েন্স রিভিউ প্রক্রিয়াতে আপনার সাথে কথা বলবে। আপনাকে কমপ্লায়েন্স রিভিউয়ের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

এবং/অথবা

(২) আপনি যদি মনে করেন যে ইউএনডিপি'র প্রকল্প আপনার উপর কোনো সামাজিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব ফেলছে বা ফেলতে পারে এবং আপনি যদি আপনার অভিযোগের কারণ নিরসনে একত্রে কাজ করার জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ও অন্যন্যা স্টেকহোল্ডারদেরকে

(যেমন সরকারি সংস্থা, ইউএনডিপি ইত্যাদি) একত্রিত করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ইউএনডিপি 'স্টেকহোল্ডার রেসপন্স' এর জন্য অনুরোধ পেশ করতে চাইলে। এই স্টেকহোল্ডার রেসপন্স প্রক্রিয়া ইউএনডিপি'র কান্ট্রি অফিস বা সদর দফতরের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে। রেসপন্স এর অংশ হিসেবে সত্য উদঘাটন ও সমাধান বের করা এই উভয় উদ্দেশ্যে ইউএনডিপি কর্মী আপনার সাথে যোগাযোগ ও আলোচনা করতে পারে। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকেও সম্পৃক্ত করা হতে পারে।

এখানে স্মর্তব্য যে আপনি যদি ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিনিধি ও ইউএনডিপি'র প্রকল্প কর্মীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধনের চেষ্টা করে না থাকেন তাহলে এই স্টেকহোল্ডার রেসপন্স কৌশলের জন্য অনুরোধ পেশ করার পূর্বে সেটি করুন।

গোপনীয়তা: আপনি যদি কমপ্লায়েন্স রিভিউ প্রক্রিয়ার অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার পরিচয় গোপন রাখতে পারে (শুধু কমপ্লায়েন্স রিভিউ টিম ব্যতিত আর কেউ পরিচয় জানবে না)। আপনি যদি স্টেকহোল্ডার রেসপন্স এর জন্য অনুরোধ করেন, সেক্ষত্রে আপনি আপনার কেইস এর প্রাথমিক যোগ্যতা স্ক্রিনিং ও এ্যাসেসমেন্ট পর্যায়ে আপনার পরিচয় গোপন রাখতে পারেন। আপনার কেইস যদি যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং এ্যাসেসমেন্ট থেকে যদি দেখা যায় যে সাড়াদান যথাযথ তাহলে ইউএনডিপি কর্মী আপনার সাথে প্রস্তাবিত সমাধান নিয়ে আলোচনা করবেন এবং এছাড়াও তিনি আপনার পরিচয় সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে কিনা এবং প্রয়োজন হলে তা কিভাবে রক্ষা করতে হবে সে বিষয়েও আপনার সাথে আলোচনা করবেন।

দিকনির্দেশনা

অনুরোধ পেশ করার সময় অনুগ্রহপূর্বক যথাসম্ভব তথ্য প্রদান করুন। আপনি যদি ভুল করে কোনো অসম্পূর্ণ ফরম ইমেইল করে ফেলেন বা ইমেইল পাঠানোর পরে আপনি যদি আরো কোনো তথ্য সংযোজন করতে চান, তাহলে শুধু পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা প্রদান করে একটি ফলো-আপ ইমেইল পাঠান।

আপনার সম্পর্কে তথ্য

আপনি কি . . .

১. ইউএনডিপি'র সহায়তায় পরিচালিত কোনো প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি?

আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সঠিক উত্তরটির পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

২. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনোনিত প্রতিনিধি?

আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সঠিক উত্তরটির পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

আপনি যদি মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আপনি যে সকল ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের নাম লিখুন এবং তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য আপনাকে যে নথির মাধ্যমে আপনাকে ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে তার এক বা একাধিক ফাইল এই ফরমের সাথে সংযুক্ত করুন।

৩. নামের প্রথম অংশ:

৪. নামের শেষ অংশ:

৫. চিহ্নিকরণের জন্য অন্য কোনো তথ্য:

৬. যোগাযোগের ঠিকানা:

৭. ইমেইল আইডি:

৮. টেলিফোন নম্বর (কান্ট্রি কোড সহকারে):

৯. আপনার ঠিকানা/অবস্থান:

১০. নিকটবর্তী নগর বা শহর:

১১. আপার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে সে বিষয়ে কোনো অতিরিক্ত নির্দেশনা:

১২. দেশ:

আপনি ইউএনডিপি'র নিকট হতে যা প্রত্যাশা করছেন: কমপ্লায়েন্স রিভিউ এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার রেসপন্স

এক্ষেত্রে আপনার চারটি বিকল্প আছে:

- কমপ্লায়েন্স রিভিউয়ের জন্য অনুরোধ পেশ;
- স্টেকহোল্ডার রেসপন্স এর জন্য অনুরোধ পেশ;

- কমপ্লায়েন্স রিভিউ ও স্টেকহোল্ডার রেসপন্স উভয়ের জন্য অনুরোধ পেশ;
- জানানো যে আপনি নিশ্চিত নন যে আপনি কি কমপ্লায়েন্স রিভিউ নাকি স্টেকহোল্ডার রেসপন্স এর জন্য অনুরোধ করবেন এবং আপনি উভয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আপনার বিষয়টি রিভিউ করাতে চান;

১৩. আপনি কি মনে করেন যে ইউএনডিপি সামাজিক এবং/অথবা পরিবেশগত নীতিমালা বা অঙ্গীকার অনুসরণে ইউএনডিপি'র ব্যর্থতার ফলে আপনি বা আপনার কমিউনিটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা হতে পারেন?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

১৪. আপনি কি পুরো কমপ্লায়েন্স রিভিউ প্রক্রিয়াতে আপনার নাম-পরিচয় গোপন রাখতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

যদি গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তার কারণ ব্যাখ্যা করুন:

১৫. ইউএনডিপি'র প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবে আপনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন আপনি কি সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য অংশীজন যেমন- সরকার, ইউএনডিপি ইত্যাদির সাথে কাজ করতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

১৬. রেসপন্স এর জন্য আপনি যে অনুরোধ পেশ করেছেন তার প্রথামিক মূল্যায়নের পর্যায়ে কি আপনি আপনার নাম গোপন রাখতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

যদি গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তার কারণ ব্যাখ্যা করুন:

১৭. স্টেকহোল্ডর রেসপন্স এর জন্য অনুরোধ ব্যবস্থাপনা করা হবে ইউএনডিপি কান্ট্রি অফিসের মাধ্যমে যদি না আপনি সদর দফতরের মাধ্যমে আপনার কেইস ব্যবস্থাপনার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। আপনি কি আপনার অনুরোধ ব্যবস্থাপনা ইউএনডিপি সদর সফতরের মাধ্যমে করতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

আপনার উত্তর যদি হ্যা হয় তাহলে ব্যাখ্যা করুন কেন আপনি আপনার অনুরোধ ব্যবস্থাপনা ইউএনডিপি সদর দফতরের মাধ্যমে করাতে চান:

১৮. আপনি কি কমপ্লায়েন্স রিভিউ ও স্টেকহোল্ডার রেসপন্স উভয় প্রত্যাশা করছেন?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

১৯. আপনি কি নিশ্চিত নন যে আপনি কমপ্লায়েন্স রিভিউ নাকি স্টেকহোল্ডার রেসপন্স এর জন্য অনুরোধ করবেন?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

আপনি ইউএনডিপি'র যে প্রকল্প সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং আপনার উদ্বেগের কারণ:

২০. আপনি ইউএনডিপি'র সহায়তায় পরিচালিত যে প্রকল্প নিয়ে উদ্বিগ্ন (যদি জানা থাকে):

প্রকল্পের নাম (যদি জানা থাকে):

২১. প্রকল্পটি নিয়ে আপনার আপত্তির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। আপনার আপত্তি যদি ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পরিবেশগত নীতিমালা ও অঙ্গীকার অনুসরণে ইউএনডিপি'র ব্যর্থতা নিয়ে এবং আপনি যদি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও অঙ্গীকার চিহ্নিত করতে পারেন (যদিও বাধ্যতামূলক নয়)

অনুগ্রহপূর্বক তার বিবরণ দিন (বাধ্যতামূলক নয়)। এছাড়াও, কি ধরনের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব পড়তে পারে বা পড়েছে তার বিবরণ দিন। যদি আরো বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রয়োজনী যে কোনো নথি সংযুক্ত করতে পারেন। আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো ভাষাতে লিখতে পারেন।

-
-
-
-

২২. আপনি কি আপনার আপত্তির কথা এই প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিনিধি বা ইউএনডিপি'র কর্মীর সাথে আলোচনা করেছেন? বা কোনো বেসরকারি সংস্থার সাথে?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে যাদের সাথে আপনার আপত্তির বিষয়টি আলোচনা করেছেন তাদের নাম লিখুন:

যে কর্মকর্তাদের সাথে আপনি আপনার আপত্তির নিয়ে যোগাযোগ করেছেন তাদের নাম:

নামরে প্রথম অংশ	নামরে শেষ অংশ	উপাধি/প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়	যোগাযোগের অনুমিত তারিখ	উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত উত্তর

২৩. অন্য কোনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কি আছে যারা এই প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যাঁ: না:

২৪. অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা আপনার অনুরোধ সমর্থন করেন অনুগ্রহপূর্বক তাদের নাম এবং/অথবা বিবরণ দিন:

নামের প্রথম অংশ	নামের শেষ অংশ	উপাধি/প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়	যোগাযোগের তথ্য

আপনি অন্য যে নথি এসইসিইউ এবং/অথবা এসআরএম এর নিকট পাঠাতে চান অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইলের সাথে তা সংযুক্ত করুন। আপনার সমস্ত নথি যদি একটি ইমেইলে পাঠানো সম্ভব না হয়, স্বাচ্ছ্যন্দের সাথে একাধিক ইমেইল পাঠান।

সাবমিশন ও সহায়তা

আপনার অনুরোধ সাবমিট করতে যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই ইমেইল আইডিতে ইমেইল পাঠান:
project.concerns@undp.org